মানময়ী গার্লস স্কুল

* রূপায়ণে *

উত্তমকুমার

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

কমলা মুখোপাধ্যায়

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

জহর গাঙ্গুলী, মলিনা দেবী

জহর রায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

তুলসী লাহিড়ী, ডাঃ হরেন, বাণী গাঙ্গুলী
বেচু সিংহ, প্রীতি মজুমদার, প্রেমাংশু
বসু, অতনু ঘোষ, বুল্‌বুল্ গাঙ্গুলী,
চন্দ্রশেখর, করুণ বন্দ্যোঃ, ইলা, সুমিতা
প্রীতি, কল্যাণী, দীপা, আভা, কল্পনা,
নীতা বসু, সীমা দত্ত, বাণী, মায়া, খুকু
স্বপ্না ও কৃষ্ণা বসু

কাহিনী

ল্যাম্পপোষ্ট-এ একখানি 'কর্মখালি'-র বিজ্ঞাপন আঁটা:

> নবপ্রতিষ্ঠিত 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'-এর জন্য গ্রাজুয়েট শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী চাই; মাসিক বেতন যথাক্রমে এক শত ও এক শত কুড়ি টাকা। স্বামী-স্ত্রী হওয়া চাই।

বি-এ পাশ, চব্বিশ-পঁচিশ বছরের বেকার যুবক মানস-মোহন মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞাপনটি আগ্রহসহকারে তার নোটবুকে নকল ক'রতে ব্যস্ত। এমন সময় 'ঘাড়টা একটু সরাবেন' ব'লে ডায়োসেশনের নবীনা গ্রাজুয়েট নীহারিকা গাঙ্গুলী ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে, ম্লান

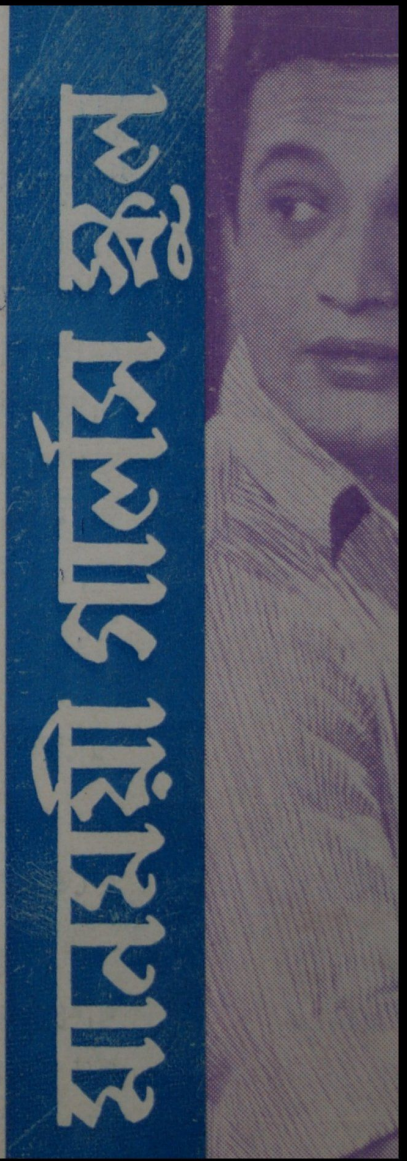

মুখে মানসমোহনের পিছনে এসে দাঁড়ায়। গ্রাজুয়েট মেয়ে, মাথায় সিঁদুর নেই, ব্লাউজের হাতায় আর পায়ের জুতোয় তালি পড়েছে। এই সব দেখে মানস-মোহন সাহস ক'রে ব'লে ফেলে: আমিও গ্রাজুয়েট, গরীব এবং অবিবাহিত—তবে ভদ্রলোক! ধরুন চাক্‌রীর খাতিরে আমি যেন আপনার স্বামী—রাগ করবেন না, পেটের দায়ে বল্‌ছি—আপনি আমার স্ত্রী, এই রকম একটা অভিনয় যদি করা যায়, তা হ'লে—।

'রাস্কেল' বলে নীহারিকা স্থানত্যাগ ক'রে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে রাজীই হ'তে হয়।—

সহায় সম্বলহীনা, নিঃস্ব, নেটিভ খৃশ্চিয়ান মেয়ে নীহারিকা, অন্য কোনও পথ না থাকায়, কৃষ্ণবর্ণ সাহেব মিঃ ফার্ণাণ্ডেজের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে পরীক্ষার ফিজ্ জমা দিয়েছিলো। আজও সে দেনা শোধ হয়'নি। ফার্ণাণ্ডেজ শাঁসিয়ে গেছে এক মাসের মধ্যে টাকা শোধ না দিলে হয় তাকে মিসেস্ ফার্ণাণ্ডেজ হ'তে হবে, নয় সিভিল জেল।

সত্যিকার মিসেস্ ফার্ণাণ্ডেজ হওয়ার চেয়ে মিথ্যে মিসেস্ মুখার্জি হওয়াই ভাল।

চাকরী ওরা পেলো। যাবার সময় মানসমোহন পথ থেকে হারানিধি নামে এক ধূর্ত্ত গুহী ভিকারীকে চাকর হিসাবে সঙ্গে নিয়ে গেল।

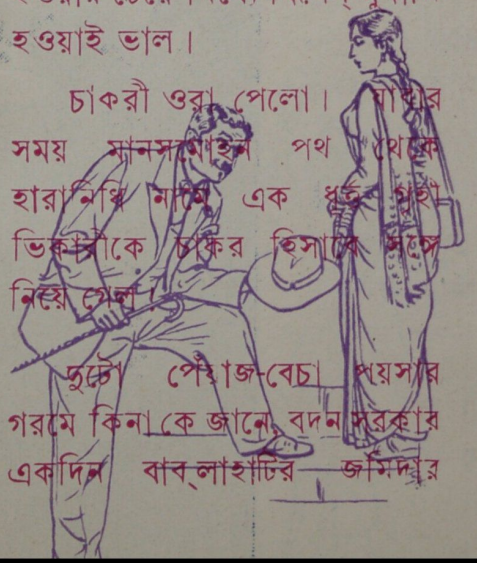

দুটো পেঁয়াজ-বেচা পয়সার গরমে কিনা কে জানে, বদন সরকার একদিন বাব্‌লাহাটির জমিদার

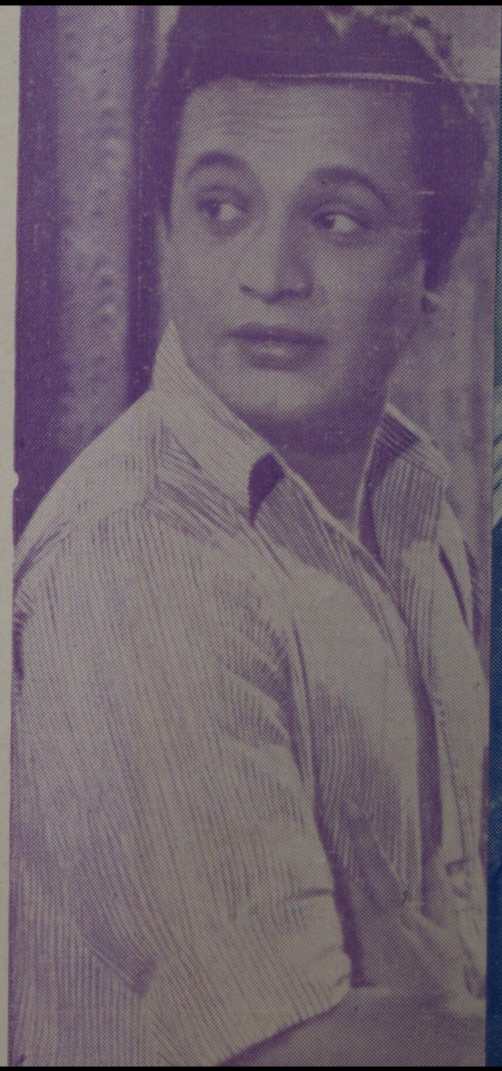

দামোদর চৌধুরীকে বলে বসে ঃ স্কুল চালানো গেঁয়ো লোকের কর্ম নয়। আর যায় কোথায়! জেদী পুরুষ দামোদর বাবু স্ত্রীর নামে এক স্কুল খুলে বস্‌লেন ঃ মানময়ী গার্লস্ স্কুল! স্কুলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হ'ল রাজু ওরফে রাজেন্দ্রলাল বাড়রী ঃ মুক্টিয়ার ইন্ দি কোর্ট অফ্ হিজ অনার দি সাব ডিবিশ্যানাল অফিসর অফ্ বদরতলা—রেভেনিউ পাশ।

রাজুর স্কুলের উন্নতির দিকে যত না নজর ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী নজর ছিল দামোদর বাবুর সুন্দরী, যুবতী কুমারী কন্যা চপলার দিকে।

বদন সরকারের স্কুলে একজন গ্রাজুয়েট মাষ্টার এসেছে শুনে, দামোদর বাবু তাঁর স্কুলের জন্য দু'জন গ্রাজুয়েট মাষ্টার আনার হুকুম দিলেন।

রাজুর বুক কেঁপে উঠ্‌লো! মাষ্টার এসে যদি চপলার ওপর,—তার ভালবাসার—ইয়ে—

ইয়ের উপর যথার্থ চোখ দেয়, তা' হ'লে?

অন্য উপায় না দেখে, একজোড়া গ্রাজুয়েট, টাট্‌কা তাজা কর্ত্তা-গিন্নী গ্রাজুয়েট আনার মতলব ক'র্‌লো রাজেন্দ্র বাড়রী। স্ত্রী সঙ্গে থাকলে, স্ত্রীর চোখে ধূলো দিয়ে চপলার কাছে এগুতে পারবে না নিশ্চয়ই!

ফলে—

মানস ও নীহারিকার 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এ পদার্পণ।

সদা-প্রফুল্ল, আত্মভোলা, দিল-দরিয়া দামোদর-দম্পতির মাষ্টার-মাষ্টারণীকে পেয়ে আনন্দের আর সীমা থাকে না। প্রথম আলাপেই [illegible] মাতবৌ সম্পর্ক পাতিয়ে বসেন দু'জনে। আর সেই সম্পর্কের মাধুর্য্য বাড়িয়ে তুলতে, দামোদর-গৃহিণী নীহারিকার মাথায় আউন্স-খানেক সিঁদুর আর পায়ে আধ বোতল আল্‌তা মাখিয়ে তাকে হিন্দু ঘরের নব-বধূর সাজে সাজিয়ে তোলেন। তার ওপর যখন তখন আদর ক'রে ঐ 'বিশ্রী' নাম ধরে ডাকা তো আছেই!

খৃশ্চিয়ান মেয়ে নীহারিকা ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে ওঠে।

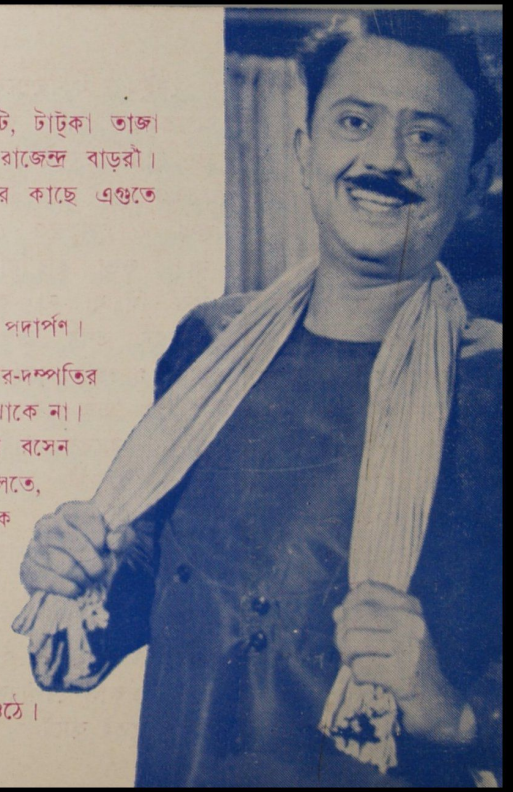

কিন্তু কোনও উপায় নেই। ফার্ণাণ্ডেজের ধার শোধ করার জন্য অন্তত এক মাস কাজ ক'রতেই হবে। আর তা ছাড়া এসেই চলে যাওয়ার কোনও কৈফিয়ৎও নেই। কিন্তু তাই বলে নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্রও তো ভাসিয়ে দেওয়া যায় না! ভৃত্য হারানিধির ওপর আদেশ হয়: তাকে গিন্নীমা না বলে মিসীবাবা বলতে হবে; যখন তখন 'ভজমন নন্দ ঘোষের নন্দনে' গান গাওয়া চল্‌বে না, একান্তই যদি গান গাইতে হয় 'ভজ মন মেরী মাতার নন্দনে' গাইতে হবে; রাতের খাবারে লুচি থাক্‌বে না, অতি অবশ্য পাউরুটির ব্যবস্থা করা চাই ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব সময় নীহারিকার বিদ্রোহী মনোভাব দেখে মানসমোহন তার সাধ্যমত নীহারিকার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে। স্কুল নিয়েই বেশীর ভাগ সময় কাটে। চপলাও এদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। আজকাল বেশীরভাগ সময়ই তার মাস্টার-মাষ্টরণীর বাড়ীতেই কাটে!

সন্দেহবাতিকগ্রস্থ রাজু চপলার এই মেলা-মেশাকে ভুল বুঝে প্রায় পাগল হ'য়ে ওঠে। চপলাই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত তাকে মেরে ফেল্‌বে। রোজ সন্ধ্যাবেলায় যথার্থ, ওৎ পেতে এঁদো ঘরে বসে মশার কামড় সয়ে চপলাকে আর কত দিন পাহারা দেওয়া যায়? চপলাও যেন আজকাল মাস্টারের দিকেই বেশী ঝুঁকেছে—তার দিকে ফিরেও তাকায় না আর। আর মাষ্টারণীটাও হয়েছে তেম্‌নি, কোথায় নিজের স্বামীকে একটু চোখে চোখে রাখ্‌বে তা নয়, এ দিকে মোটে নজরই নেই। উঃ!

নীহারিকা চলে যাবে।—তার বিদায় অভিনন্দন উৎসব। মানসমোহনের লেখা গানে, তারই দেওয়া সুরে চপলা গান গাইলো। নীহারিকার অন্তরে কে যেন মোচড় দিয়ে উঠ্‌লো: চপলাকে ভালবাসেন তিনি? উঃ! কী ভীষণ মানুষ! অভিনয়, কেবল অভিনয়। বুঝিনে কিছু আমি! চোখ নেই আমার? চপলা এসে ঘর গুছিয়ে যায়, চুরি ক'রে গান শেখে। আর আমার সঙ্গে অভিনয়—স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়—শুধুই অভিনয়!!

রাজুর প্ররোচনায়, টাকার লোভে হারানিধি সব ফাঁস ক'রে দেয় একদিন। জানায়: ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়। একজন হিন্দু আর একজন খৃস্টান।....

এই খবর পেয়ে দিশেহারা হয়ে দামোদর-দম্পতি রাজুকে নিয়ে মাস্টার মাস্টারণীর ঘরে ছুটে যান।

তারপর?—

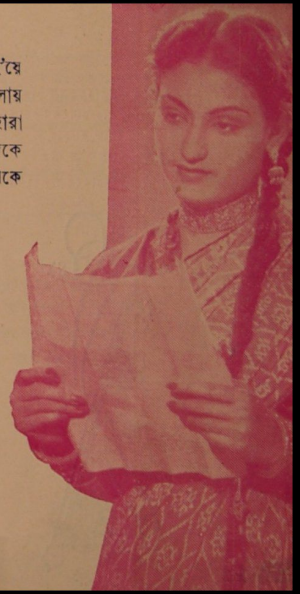

(এক)

চিংড়ি মাছের মালাইকারী রাঁধ্‌তে যদি চাও,
গল্‌দাচিংড়ি মাছের মালাইকারী রাঁধ্‌তে যদি চাও—
লগ্‌বগে ঠ্যাং আর দাড়ি গোঁফ্‌ ছাড়িয়ে,
গনগনে আঁচেতে আগে সেদ্ধ ক'রে নাও।

চিংড়ি মাছের মালাই-কারী রাঁধ্‌তে যদি চাও।

ছটাক খানেক ঘি ঢেলে দিয়ে হাঁড়িতে
পেঁয়াজ আদার রস হবেই যে ছাড়িতে—
বুঝেছো—
তেজপাতা দালচিনি টগ্‌বগে ঘিয়েতে ভাজো
ছেড়ে দাও॥

তারপরে—
তারপরেতে মসলা বাটা করে নেড়ে নাও,
চিংড়ি মাছের মালাই-কারী রাঁধ্‌তে যদি চাও।

সাবধান, উনুনেতে দিতে গিয়ে কয়লা
দেখো যেন হাত দুটো কোরো নাকো ময়লা
এবারেতে দাও ছেড়ে খোয়া ক্ষীর আর কিস্‌মিস্‌,
গন্ধে সবার মন ক'র্‌বে নিস্‌পিস্‌—
নারকোল বেটে তার দুধটুকু ছেঁকে নিয়ে দাও
ফেলে দাও॥

তারপরেতে যত খুশী পেট্‌টি ভরে খাও॥

(দুই)

তোমার সোনার কাঠির ছোঁয়ায়
জাগিয়ে আমি তুল্‌বো
সবুজ প্রাণের এই যে মুকুল
জাগিয়ে আমি তুল্‌বো।

আঁধার কালো বদ্ধ কারার
দুয়ার এবার খুল্‌বো,
তোমার সোনার কাঠির ছোঁয়ায়
জাগিয়ে আমি তুল্‌বো॥

জীবন খেয়ায় পাল উড়িয়ে,
কঠিন হাতে দাঁড় ঘুরিয়ে
হাল্‌কা হাওয়ার উজান টানে—
ঢেউ-এর দোলায় দুল্‌বো॥

আমার নাই বা থাকুক রথ,
কাঁটায় ভরা হোক্ না—
তবু চল্‌বো আমি পথ।

অলির মত গুন্ গুনিয়ে
যাব শুধু গান শুনিয়ে,
খুশীতে মন ভরিয়ে নিয়ে
সকল ব্যথা ভুল্‌বো,
তোমার সোনার কাঠির ছোঁয়ায়
জাগিয়ে আমি তুল্‌বো॥

(তিন)

তুমি বাজাও তব বীণাখানি
তুমি জাগাও—
নব নব সুরে চির নূতনের বাণী।

ঝংকৃত ও বীণার ছন্দ,
মুছে দিক্ সব দুঃখ দ্বন্দ্ব
ঘন আঁধারের আবরণ ছিন্ন করি
লহ আলোতে টানি॥

চির সুন্দর হোক্ বিশ্বভুবন
প্রীতিময় হোক্, গীতিময় হোক,
তব অমৃত পরশে হোক ধন্য জীবন।

তোমারি সে প্রেরণায় নিত্য—
উজ্জ্বল হোক্ চিত্ত
আজ সকল কর্ম মাঝে দাওগো তুমি
তব মহিমা আনি॥

(চার)

বিদায় বেলায় কি দিয়ে তোমায় রাখি ধরে
বিদায় বেলায়—
যাবার আগে অশ্রু অভিষেকে পূর্ণ কর মোরে
বিদায় বেলায়—।

যাবে যদি না হয় যেয়ো চলে,
আমায় তোমার শেষ কথাটি বলে—
দিও বেদনা মোর চির মধুর করে।

যাবার আগে অশ্রু অভিষেকে
পূর্ণ করো মোরে।

ভোরের আলোয় আসে যখন দিন
তখন সে কি ভাবে,
দিনের শেষে সাঁঝের আকাশ
রাঙিয়ে দিয়ে যাবে।

নিঠুর হাতে মায়ার বাঁধন খুলে,
ভীরু আঁখির প্রদীপ দুটি তুলে—
আঁধার আমার আলোয় দিও ভরে।

যাবার আগে অশ্রু-অভিষেকে পূর্ণ কর মোরে।

বিদায় বেলায় কি দিয়ে তোমায় রাখি ধরে॥

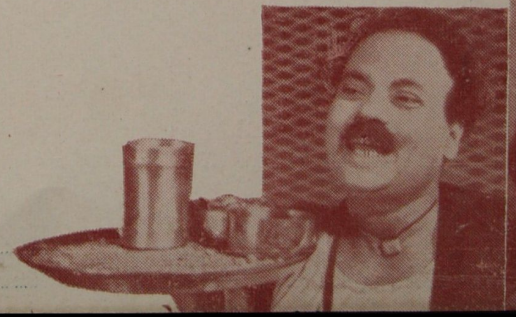

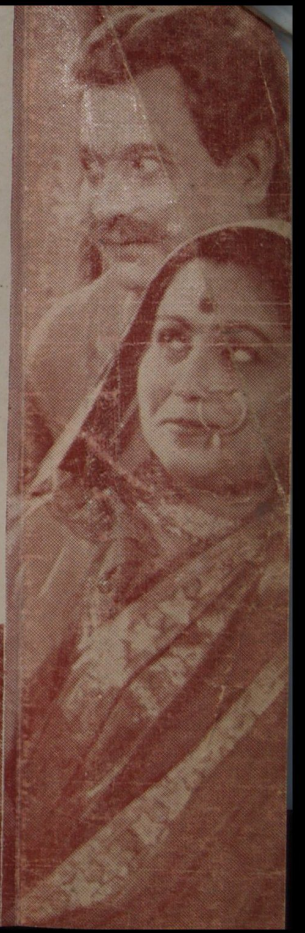

বি. এল. খেমকার প্রযোজনায়
মেট্রোপলিটান পিকচার্সের নিবেদন

মানময়ী গার্লস স্কুল

কাহিনী · ৺ রবীন মৈত্র

পরিচালনা · **হেমচন্দ্র চন্দ্র** ✦ সুর · **রাজেন সরকার**

চিত্রনাট্য ও সংলাপ ··· বিনয় চট্টোপাধ্যায়
চিত্র শিল্পী ··· প্রবোধ দাস
শব্দযন্ত্রী ··· শ্যামসুন্দর ঘোষ
শিল্প নির্দেশক ··· সৌরেন সেন
সম্পাদনা ··· কালী রাহা
ব্যবস্থাপনা ··· শৈলেন রায়
পট শিল্পী ··· কবি দাশগুপ্ত
মৃৎ শিল্পী ··· প্রহ্লাদ পাল
গীতিকার ··· গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
প্রধান কর্মসচিব ··· সমর ঘোষ
রূপসজ্জা ··· মদন পাঠক
আবাহ সঙ্গীতে ··· সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা
কারু শিল্পী ··· বজরঙ্গী, পঞ্চু, গণেশ, নরেন, কেশব ও অনিল দে
নৃত্য পরিচালনা ··· বিনয় ঘোষ
স্থির চিত্র ···ষ্টুডিও স্যাংগ্রীলা (এড্‌না লরেঞ্জ)

প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়
গায়ত্রী বসু ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হাওড়া আমতা লাইট রেলওয়ে ও মার্টিন য়্যাণ্ড বার্ণ

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : অনন্ত গোস্বামী, চঞ্চল ঘোষ ও শীতাংশু ঘোষ * সঙ্গীতে : শ্যামল গুহ
চিত্র শিল্পে : হরেন বসু, পরিমল দত্ত, দুর্গা রাহা * সম্পাদনায় : তরুন দত্ত, প্রশান্ত দে
শব্দযন্ত্রে : ইন্দু অধিকারী * ব্যবস্থাপনায় : গৌর দাস * শিল্পনির্দেশে : গোপী সেন
রূপসজ্জায় : গোপাল হালদার, সত্যেন ঘোষ * আলোক সম্পাতে : সতীশ হালদার
মদন সেন, দুখী নস্কর, পঞ্চুগোপাল ঘোষ, বিমল চক্রবর্ত্তী, মহম্মদ রেজাক ও কেষ্ট বসু

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী ষ্টুডিওতে
'রীভস্' শব্দ যন্ত্রে গৃহীত ও
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ-এ পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : **শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাইভেট লিমিটেড**

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রন : জুবিলী প্রেস, ১৫৭-এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩